بِسۡمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحۡمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১২ই ডিসেম্বর, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থ মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআর খুতবায় তবলীগের গুরুত্ব ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং পরিশেষে জামা'তের মুরুব্বীদের দায়দায়িত্ব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) সূরা নাহলের নিম্নোক্ত আয়াতটি পাঠ করেন,

ٱدۡعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلۡحِكۡمَةِ وَٱلۡمَوۡعِظَةِ ٱلۡحَسَنَةِ وَجَٰدِلۡهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحۡسَنُۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعۡلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِۦ وَهُوَ أَعۡلَمُ بِٱلۡمُهۡتَدِينَ.

অর্থাৎ, **তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের দিকে আহ্বান করো এবং তাদের সাথে এমন পন্থায় বিতর্ক করো যা সর্বাধিক উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদেরকে সর্বাধিক জানেন যারা তাঁর পথ হতে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং তিনি তাদেরকেও সর্বাধিক জানেন যারা হিদায়াতপ্রাপ্ত।** (সূরা আন্ নাহল : ১২৬)

পবিত্র কুরাআনে আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতের পাশাপাশি অন্যান্য আয়াতেও যেখানে তবলীগ করার নির্দেশ দিয়েছেন সেখানে সর্বোত্তম পদ্ধতিতে তবলীগ করার নির্দেশ দিয়েছেন যেন লোকদের ওপর এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে আর যারা এ নির্দেশের যথাযথ অনুসরণ করে তাদের তবলীগ সর্বদা সুফল বয়ে আনে এবং কার্যকর প্রমাণিত হয়। কাজেই, সর্বদা এ নীতিটি নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। বর্তমানে মানুষ মনে করে, সামজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তবলীগ করা অনেক সহজ কাজ আর যারা তবলীগের প্রতি আগ্রহ রাখে তারা এর মাধ্যমে তবলীগ করেও থাকে। হুযূর (আই.) বলেন, এটি ভালো উদ্যোগ, কিন্তু তবলীগের কিছু শর্ত ও নিয়মকানুন রয়েছে যেগুলো সর্বদা দৃষ্টিপটে রাখা উচিত, নতুবা বিপরীত প্রভাবও পড়তে পারে। অনেকে তবলীগ করতে গিয়ে লোকদের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে আর এর ফলে অনেক সময় মানুষ জামা'ত এবং জামা'তের শিক্ষামালার প্রতি আপত্তি করার সুযোগ পায়। অনেকে আবার তবলীগের ক্ষেত্রে নতুন নতুন পদার্পণ করে আর মনে করে, আমাদের কাছে বড়ো বড়ো যুক্তিপ্রমাণ রয়েছে, কিন্তু (যথেষ্ট পড়াশোনা না থাকায়) যখন তারা উপযুক্ত যুক্তিপ্রমাণ উপস্থাপনে বা বিরোধীদের প্রকৃত সত্য মানাতে ব্যর্থ হয় তখন হতাশ হয়ে যায়। অথচ হতাশ হওয়ার কিছু নেই, কেননা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমাদের কাছে যথেষ্ট যুক্তিপ্রমাণ রয়েছে। কারো সেই যুক্তিপ্রমাণ জানা না থাকলে কিংবা সে তা যথাযথভাবে উপস্থাপন করতে না পারলে— সেটি ভিন্ন কথা। আহমদীয়া জামা'ত যে কথা বলে তা প্রজ্ঞা ও যুক্তিপ্রমাণের ভিত্তিতে উপস্থাপন করে এবং সেই শিক্ষার আলোকে করে থাকে যা আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে অবতীর্ণ করেছেন আর মহানবী (সা.) আমল করে দেখিয়ে গেছেন। এরপর হুযূর (আই.) তবলীগের বিভিন্ন প্রজ্ঞা ও পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোকপাত করেন।

প্রথমত, একজন দাঈ ইলাল্লাহ্‌র **জ্ঞান বৃদ্ধি করা প্রয়োজন**। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তবলীগ সম্পর্কে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি (আ.) বলেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, ইউরোপ ও আমেরিকায় ইসলামের শিক্ষা বিস্তারের জন্য কী করা উচিত? ইংরেজি জানা কিছু মুসলমানকে কী ইউরোপ ও আমেরিকায় পাঠানো সমীচীন হবে যারা বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে সেখানে বসবাসকারী লোকদের সামনে ইসলামের উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধরতে পারেন? উত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন, **এর উত্তরে সাধারণত কখনোই আমি সরাসরি "হ্যাঁ" বলব না। এর ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) বলেন, কেবল ইংরেজি জানা বা কোনো ভাষা**

জানা থাকলেই ধর্মের জ্ঞান অর্জিত হয় না; বরং এর সঙ্গে আরো অনেক আবশ্যক বিষয় জড়িত রয়েছে। এজন্য জ্ঞান বৃদ্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি (আ.) আরও বলেন, এমন মানুষ যারা ইসলামী শিক্ষা সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত নয় এবং এর উন্নত পর্যায়ের গুণাবলি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত আর সমসাময়িক যুগের সমালোচকদের আপত্তির উত্তর দিতেও পুরোপুরি সমর্থ নয়, এছাড়া যারা ফিরিশতার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করে না, তারা তবলীগ করবে– এটি আমি কোনোভাবেই যথার্থ মনে করি না। অতএব, এটিও আরেকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, মুবাল্লিগদের, অর্থাৎ **তবলীগকারীদের ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করা এবং খোদার সাথে নিবিড় সম্পর্ক থাকা অপরিহার্য।**

এরপর হুযূর (আই.) বলেন, হযরত আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, আমাদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, **আমরা যেন মানুষের সাথে তার জ্ঞান মাফিক কথা বলি।** যার যতটুকু জ্ঞান আছে অথবা যে স্বভাব ও ধর্মের অনুসারী, সে অনুযায়ী তার সাথে কথা বলতে হবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যদি কোনো মুসলমানকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের বিষয় বুঝাতে হয় তাহলে তাকে কুরআন, হাদীস বা তাদের প্রাক্তন বুযূর্গদের বিভিন্ন পুস্তকপুস্তিকার বরাতে বুঝাতে হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, মিথ্যা অপবাদগুলোকে প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে খণ্ডন করবে আর আল্লাহ্ তা'লা সাক্ষী যে, **আমরা কখনো নম্রতা ও ধৈর্য ধারণ থেকে দূরে সরে আসি নি, অর্থাৎ সর্বদা নম্র আচরণ করেছি।** অতএব, এটি হলো তবলীগের পন্থা যা আমাদের অবলম্বন করা উচিত। কাজেই, যারা তবলীগ করতে গিয়ে কখনো কখনো বিরোধীদের ন্যায় নোংরা ভাষা ব্যবহার করে এবং ক্রোধান্বিত হয়ে যায়, তাদের স্মরণ রাখা উচিত, তবলীগ করার সময় আমাদের নৈতিকতার সীমার মধ্যে থাকা উচিত। তাদের কাছে যুক্তিপ্রমাণ নেই, তাই তারা নোংরা ভাষা ব্যবহার করে, কিন্তু আমরাও যদি নোংরা ভাষা ব্যবহার করি তখন এটি সাব্যস্ত হবে যে, আমাদের কাছেও কোনো যুক্তিপ্রমাণ নেই।

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) হিকমতের ৪টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। হিকমতের **প্রথম অর্থ হলো,** সহিষ্ণুতা ও কোমলতার সাথে এবং বিবেক খাঁটিয়ে কথা বলো। কেননা যে এমনটি করে না সে দ্রুত রাগান্বিত ও উত্তেজিত হয়ে যায় এবং লোকদের বোঝাতে ব্যর্থ হয়। হিকমতের **দ্বিতীয় অর্থ হলো** নবুয়্যত, অর্থাৎ ঐশী বাণীর সাহায্য নিয়ে লোকদেরকে ধর্মের দিকে আহ্বান করো। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে যেসব যুক্তিপ্রমাণ দিয়ে রেখেছেন তা উপস্থাপন করে তবলীগ করো। হিকমতের **তৃতীয় অর্থ হলো,** অজ্ঞতা থেকে নিরাপদ থাকো, অর্থাৎ তুমি এমনভাবে তবলীগ করো যা লোকেরা অনুধাবন করতে পারে আর তাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর হয় এবং তাদের অজ্ঞতা দূর হয়। হিকমতের **চতুর্থ অর্থ হলো,** তবলীগের সময় স্থানকালপাত্রভেদে কথা বলো। এমন কোনো দলীল দিবে না যার মাধ্যমে প্রতিপক্ষের আরও বিগড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে, তা সেভাবে উপস্থাপনের কোনো প্রয়োজন নাই। এমন দলীল উপস্থাপন করো, যা শুনে তার হৃদয় প্রশান্ত হয়, আশ্বস্ত হয়।

হুযূর (আই.) আরও বলেন, **তবলীগের জন্য কথা ও কাজে সম্পূর্ণরূপে সাদৃশ্য থাকা বাঞ্ছনীয়।** এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, তোমরা আমার কথা শোনো এবং খুব ভালোভাবে স্মরণ রেখো, মানুষ যদি বিশুদ্ধ চিত্তে কথা না বলে আর তাতে যদি আমলের শক্তি না থাকে, তাহলে তা প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এর মাধ্যমে আমরা মহানবী (সা.)-এর সুমহান সত্যতা উপলব্ধি করতে পারি, কেননা তিনি (সা.) যে সফলতা ও আত্মিক প্রভাব সৃষ্টি করেছিলেন এর কোনো তুলনা মানব ইতিহাসে পাওয়া যায় না আর তাঁর কথা ও কাজে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য ছিল বলেই এসব কিছু হয়েছে।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, যখন কথা বলবে তখন ভেবেচিন্তে এবং সংক্ষেপে কাজের কথা বলবে। দীর্ঘ বিতর্ক করে কোনো লাভ নাই। অতএব, **ধীরে ধীরে সত্যের বাণী পৌঁছাতে থাকো আর ক্লান্ত হয়ো না**। এটি আমাদের কাজ, ক্লান্ত হওয়া যাবে না। এটি নয় যে, একদিন ক্যাম্প বা স্টল লাগিয়ে দিলাম, তবলীগ করে দিলাম আর এরপর কাজ শেষ। তাই এটি মনে করো না যে, আমরা অমুক মৌলভী বা জ্ঞানী লোককে তবলীগ করে তাকে নির্বাক করে দিব অথবা অমুক তর্কবাগীশকে অথবা আপত্তিকারীকে তবলীগ করব। আমাদের উদ্দেশ্য হলো, পৃথিবীতে প্রকৃত ইসলামের বাণী প্রচার করা এবং বিশ্ববাসীকে এ বিষয় বোঝানো যে, এ যুগে সেই প্রতিশ্রুত মসীহ্ (আ.)-এর আগমন ঘটেছে। শুধুমাত্র তর্কবিতর্ক এবং দীর্ঘ প্রশ্নোত্তরের পেছনে পড়ে না থেকে তবলীগের মাধ্যমে এমনটি করার চেষ্টা করো যে, কীভাবে আমরা আরও বেশি মানুষের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছাতে পারি আর তাদের সংশোধন করতে পারি।

পরিশেষে হুযূর (আই.) বলেন, মুরুব্বীদের উচিত জামা'তের সদস্যদের এমনভাবে তরবীয়ত করা যেন তারা এ জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারে। পাশাপাশি তাদের সাথে আল্লাহ্ তা'লার নিবিড় সম্পর্ক বন্ধন গড়ে তোলার এবং তাদের জ্ঞানও বৃদ্ধি করার চেষ্টা করুন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মুরুব্বীদের উপদেশ দিতে গিয়ে যেসব বিষয় উল্লেখ করেছেন তা থেকে হুযূর (আই.) কয়েকটি বিষয় সংক্ষেপে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, **প্রথমত** একজন মুরুব্বীর স্বয়ং পবিত্রাত্মার অধিকারী হওয়া উচিত আর জামা'তের সদস্যদের মাঝেও তিনি পবিত্রাত্মা সৃষ্টির চেষ্টা করবেন। তার তাহাজ্জুদের অভ্যাস থাকা উচিত আর জামা'তকেও ইবাদতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করবেন। নিজেও মনোযোগের সাথে পবিত্র কুরআন পাঠ করবেন আর জামা'তের সদস্যদেরও অধ্যয়নের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করবেন। .... অনুরূপভাবে একজন দাঈ ইলাল্লাহ্‌র আল্লাহ্‌র ওপর পরিপূর্ণ ভরসা থাকতে হবে। ... সব কিছুর মাধ্যম হিসেবে কেবল আল্লাহ্‌কেই জ্ঞান করা উচিত, কেননা আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকেই আমরা সবকিছু পেয়ে থাকি। ... মানুষের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে হবে। ... যখন আমরা নিজেরা এক্ষেত্রে অগ্রগামী হবো এবং আমাদের টিমকেও সামনে অগ্রসর করব তখন আমাদের তবলীগের ক্ষেত্র আরও সুগম ও উন্মুক্ত হবে। এছাড়া মন্দ বিষয়কে সাহসিকতার সাথে প্রতিহত করার আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। অবিচলতার অভ্যাস থাকতে হবে। এরূপ আমল হলে হবে না যে, চারদিন পুণ্যকর্ম করলেন, তবলীগের আগ্রহ দেখালেন অথবা ইবাদত করলেন আর এরপর ভুলে গেলেন। এ সব বিষয় একজন মুরুব্বীর মাঝে থাকা এবং জামা'তের সদস্যদের শেখানোর চেষ্টা করা উচিত। এমনটি হলে আমরা এক বিরাট বিপ্লব সাধন করতে পারব। তখনই আমরা মহানবী (সা.)-এর পতাকা বিশ্বব্যাপী উড্ডীন করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারব এবং হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা লোকদের বোঝাতে পারব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন এবং দাঈ ইলাল্লাহ্‌দের তৌফিক দিন, তারা যেন সঠিক জ্ঞান অর্জন করে, আল্লাহ্ তা'লার সাথে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন করে এবং আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের সংবাদ বিশ্বব্যাপী প্রচারের দায়িত্ব পালনকারী হয়, আমীন।

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org-এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)